সংবাদ

তারিখ ... 18 FEB 2009
পৃষ্ঠা ... ১১ ... কলাম ... ১

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঁচ বছর পড়ার পর শিশুরা পড়তে পারে না কেন

সম্প্রতি প্রকাশিত সরকারি সমীক্ষায় দেখা গেছে, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে পাঁচ বছরের শিক্ষা সমাপনের পর শতকরা ৬৯ ভাগ শিশু বাংলা সংবাদপত্রের শিরোনাম পড়তে পারে না। আরও উদ্বেগজনক খবর হলো; শতকরা ৮৭ ভাগ শিশু খুব সাধারণ যোগ-বিয়োগ ও গুণ-ভাগ করতে পারে না। শতকরা ৭২ ভাগ ছাত্রছাত্রী ছোট ছোট বাক্যও লিখতে পারে না। জাতীয় পর্যায়ে শিশু শিক্ষার মূল্যায়নে দেখা গেছে, ইংরেজি ভাষার প্রায় কিছুই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীরা শেখে না। দেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর এই দুরবস্থার সঙ্গে যদি কমিউনিটি স্কুলগুলোর তথ্য যোগ করা যায় তবে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ বলে বিবেচিত হবে।

দেশের প্রাথমিক শিক্ষার এ দৈন্যদশা নতুন নয়। এরশাদের আমলে দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়। তাতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে। দরিদ্র পরিবারের শিশুরা যেন বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে ঝরে না পড়ে সেজন্য শিক্ষার বদলে খাদ্য প্রকল্প চালু করা হয়। তারপর এ প্রকল্প শিক্ষার বদলে টাকায় রূপান্তর হয়। এতে বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাড়লেও বিদ্যালয়গুলোর অবকাঠামো ও শিক্ষকের সংখ্যা বাড়েনি। ফলে প্রাথমিক শিক্ষা খাতে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় করা হচ্ছে তা ভস্মে ঘি ঢালার শামিল হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা খাতে বিদেশী দাতারাও বিপুল পরিমাণ আর্থিক সহায়তা করে। ফলে আর্থিক সঙ্কটে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর যে বেহাল অবস্থা তা বলা যাবে না।

সরকারি সমীক্ষায় বলা হচ্ছে, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার দৈন্যদশার জন্য প্রধানত দায়ী শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত। সরকারি হিসাবে গড়ে ৯২ শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষক। বর্তমানে দেশে ৩৭ হাজার ৬৭২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় ১ কোটি ৮৫ লাখ ছাত্রছাত্রী আছে। এদের জন্য শিক্ষক আছেন কমবেশি ২ লাখ। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শতভাগ বেতনভাতা সরকার দেয়। ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠ্যবই দেয়া হয়। শিক্ষার্থীদের মেধা, স্কুলে হাজিরা ও পরিবারের আয়-ইনকাম বিবেচনা করে শতকরা ৪০ ভাগ ছাত্রছাত্রীকে কোন না কোন ধরনের স্কলারশিপ বা স্টাইপেন্ড দেয়া হয়। অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষায় অর্থ সরবরাহ নেহায়েত কম হয়। প্রসঙ্গত, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ইংরেজি শিক্ষার দুরবস্থা এতটাই যে, ষষ্ঠ শ্রেণীতে এলে তাদের ইংরেজি অক্ষর চেনাতে হয় বলে এক মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক জানালেন।

প্রাথমিক শিক্ষার দৈন্যদশার জন্য প্রধানত দায়ী করা হচ্ছে শিক্ষক সমস্যাকে। বহুদিন থেকে দেশের প্রধানমন্ত্রী প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্বে থাকেন। তারা মাঝে মধ্যে ঘোষণা দেন কত হাজার শিক্ষক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগ দেয়া হবে। কিন্তু মাসের পর মাস চলে গেলেও প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষক সংখ্যা বাড়ে না। অনেক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুই শিফট চালু করার পর শিক্ষক সঙ্কট আরও বেড়েছে।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে 'কনট্যাক্ট আওয়ার' বছরে ৫শ'র বেশি নয়। আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড হলো ৯শ' ঘণ্টা। ঘুরে-ফিরে সমস্যাটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংখ্যা ও তাদের প্রশিক্ষণের ওপর পড়ে। সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের 'এন্ট্রি' কোয়ালিফিকেশন বদলালেও দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। অথচ সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তারা বলেন, যথেষ্ট সংখ্যায় শিক্ষক পাওয়া যায় না। অন্যদিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের নিয়োগ পাওয়ার জন্য ঘুষের হার দিন দিন বেড়েই চলেছে। এর জন্য অনেক যোগ্য প্রার্থী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান না। নতুন নিয়োগে এক-তৃতীয়াংশ মহিলা শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার কথা থাকলেও সে নিয়ম মানা হয় না। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অবকাঠামো বড় একটা সমস্যা। কিন্তু তার চেয়েও বড় সমস্যা শিক্ষক সংখ্যা ও তাদের প্রশিক্ষণ। নতুন সরকার এসব ব্যাপারে কী পদক্ষেপ নেয় তার অপেক্ষায় থাকবে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুরা।